কোটচাঁদপুরে ট্রাক্টরের ধাক্কায় প্রতিবন্ধী যুবকের মৃত্যু

ঝিনাইদহেরে কোটচাঁদপুরে ইট ভাটার একটি ট্রাক্টরের ধাক্কায় রোহান (১৮) নামে এক প্রতিবন্ধী যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (৬জুলাই) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার সাফদারপুর মকসেদ মোড়ে এই দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত রোহান সাফদারপুর ইউনিয়নের লক্ষিকুন্ড গ্রামের (খাঁন পাড়ার) ফসিয়ারের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, সোমবার সকালে প্রতিবন্ধী রোহান বাড়ি থেকে পায়ে হেটে সাফদারপুর বাজারে আসছিলেন। এসময় বিপরীত দিক থেকে আসা (মকসেদ মোড়ের) রিপন ব্রীক্সসের একটি ট্রাক্টর বেপরোয়া গতিতে ঘটনাস্থলে পৌছে প্রতিবন্ধী ওই যুবককে সজোরে ধাক্কা দেয়। দূর্ঘটনায় ট্রাক্টরের চাকায় প্রতিবন্ধী যুবকের শরীর পিষ্ট হয়ে যায়।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে পাঠালে পথিমধ্যে তার মৃত্যু হয়।

এব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলম জানান, নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

ঝিনাইদহে নসিমন উল্টে চালক নিহত

ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় রইচ উদ্দিন নামের এক নসিমন চালক নিহত হয়েছে। শুক্রবার সকালে সদর উপজেলার হলিধানী এলাকার ভেটেরিনারী

কলেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রইচ উদ্দিন হরিনাকুন্ডু উপজেলার শাখারীদহ গ্রামের আফতাব উদ্দিনের ছেলে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, সকালে হরিণাকুন্ডুর শাখারীদহ গ্রাম থেকে মাছ নিতে ডাকবাংলা এলাকায় যাচ্ছিল নসিমন চালক রইচ উদ্দিন।

পথে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের হলিধানী এলাকার ভেটেরিনারী কলেজের সামনে পৌঁছালে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে রাস্তার উপর উল্টে যায়। এতে সে ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

পরে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

কালীগঞ্জে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে কিশোরের মৃত্যু

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে সাগর (১৫) নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। সে কালীগঞ্জ উপজেলার ভাতঘরা গ্রামের বিলায়েত হোসেনের ছেলে। এবার সে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছিল।

আজ বৃহষ্পতিবার সকাল ১০টার দিকে কালীগঞ্জ উপজেলার বুুজিডাঙ্গা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সাগর একটি ট্রাক্টরে করে মাটি নিয়ে বাড়ি যাচ্ছিল। এ সময় রাস্তার উপর বিদ্যুতের তার সরাতে গিয়ে বিুদ্যৎ স্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। রায়গ্রাম ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলী হোসেন অপু বিষয়টি নিশ্চত করেছেন।

[redacted]

[redacted]

বাইরে অর্থের বিনিময়ে কোচিংয়ে পড়ছে। এ হিসাবে প্রায় ৮০ শতাংশ শিক্ষার্থীই এক পর্যায়ে কোচিংয়ের ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য। ফলে কোচিং সেন্টারগুলোর মালিক শিক্ষকরা শিক্ষার নাম ভাঙিয়ে বছর জুড়েই লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন।

শিক্ষকরা শিক্ষা নামের নগ্ন বাণিজ্যে বেপরোয়াভাবে জড়িয়ে পড়ায় নিজ স্কুলের শিক্ষকদের কাছেই গণিত, ইংরেজি, রসায়ন, পদার্থসহ পাঠ্যসূচির বিষয়গুলো শিক্ষার্থীরা কোচিং করতে বাধ্য হচ্ছে। কোচিং করার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে শিক্ষার্থীদের অকপট উত্তর ‘ক্লাসে যা পড়ায়, তাতে হয় না। সেখানে ভালোমতো বোঝানো হয় না। তাই কোচিং তো করতেই হয়। শত শত শিক্ষার্থীর একই মনোভাব ক্লাসে বুঝি না। বোঝানো হয় না। অভিভাবকের মুখেও একই কথা শুনা যায়। অভিভাবদের অভিযোগ, সরকার কোচিং নিষিদ্ধ করেছে। সন্তানের ভালো রেজাল্টের আশায় কোচিং সেন্টারে পড়াতে বাধ্য হতে হয়।

এ বিষয়ে উপজেলার নগরবাথান গ্রামের একজন অভিভাবক জানান, শুধু করোনা বা সংক্রমণ এড়াতে প্রাইভেট পড়াতে পারছি না ছেলেকে। নগর বাথান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক জানান, একমাত্র অজ্ঞ শিক্ষক এবং অভিভাবকরাই কেবল দেশের এ ক্রান্তিলগ্নে ছেলে-মেয়েদের প্রাইভেট মাষ্টারদের কাছে পাঠাচ্ছে। এ ছাড়া নিজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় অবসর সময়টি কাজে লাগানো যাচ্ছে।

কোচিং ও প্রাইভেট শিক্ষকদের নামের তালিকায় নগর বাথান বাজার এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, একটি কোচিং এর পরিচালনা করেন এম এ খালেক কলেজের প্রভাষক মোঃ নজরুল ইসলাম। সেখানে নজরুল ইসলাম সহ ৬জন কলেজ পড়ুয়া ছাত্র দিয়ে কোচিং চালানো হচ্ছে। এরা হল দেলয়ার, হাবিব, সোহাগ, সোহেল, ও সাগর। একই এলাকার সেন্টু নামে তার নিজ বাড়িতে ১০/১৫ জন শিক্ষার্থী নিয়ে একটি ছোট খুপড়ির মধ্যে শিক্ষার্থীদের গাদাগাদি করে বসিয়ে পড়াচ্ছেন। সে পেশাই একজন প্রাইভেট শিক্ষক নামেই পরিচিত।

এছাড়াও নগর বাথান বাজারের পশ্চিম পার্শে নজরুল ইসলাম নামে আরেক শিক্ষক। সে রাম নগর দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক। কোন স্বাস্থ্য সেবা না মেনেই তার নিজ বাড়িতে ২০/৩০ জন করে ২/৩ ব্যাচে শিক্ষার্থীদের পড়াচ্ছেন।

এছাড়াও উপজেলার কালিচরনপুর ইউনিয়নের ‘মোসলেম উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে’র শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলমকে একি ইউনিয়নের ভগবান নগর

স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসায় বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে প্রাইভেট পড়াতে দেখা গেছে। এছাড়াও উপজেলার কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়নের ঝপঝপিয়া গ্রামের সাগর,ও জাহাঙ্গীর নামের ২জন প্রাইভেট শিক্ষক, তাদের নিজ বাড়িতে ও বাড়িতে বাড়িতে যেয়ে প্রাইভেট পড়ায় বলে জানা গেছে ।

স্কুল কলেজ মাদ্রাসাগুলো যেন করোনাই বন্ধ থাকার সুযোগে কোচিং ও প্রাইভেট সেন্টার হয়ে গেছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে জেলা শিক্ষা অফিসার সুশান্ত কুমার দেব বলেন, এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোন অভিযোগ কেউ করেনি। বিষয়টি তদন্ত করে ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

কোটচাঁদপুরে একই পরিবারে ৫জন করোনা পজিটিভ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে একই পরিবারে ৫ জন করোনা পজিটিভ হয়েছেন। গতকাল রবিবার সকালে ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডাঃ সেলিনা বেগমের বরাদ দিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ।

তিনি জানান, উপজেলার কুশনা ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামের একই পরিবারের ১জন পুরুষ ও ৪ জন মেয়েসহ ৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর আগে তাদের নমুনা সংগ্রহ করে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনোম সেন্টারে পাঠানো হয়েছিল।

গতকাল রবিবার সকালে ওই ৫জনের শরীরে করোনা পজেটিভের রিপোর্ট পায়।

ডা. রশিদ জানান, গত ৩১মে ওই পরিবারের একজন সদস্য করোনায় আক্রন্ত হন। যিনি সম্প্রতি ঢাকা থেকে এসেছিলেন।

বর্তমানে আক্রান্ত রোগীরা হোম আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন আছেন। স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় করোনা আক্রান্ত ওই বাড়ি লক-ডাউন

ঝিনাইদহ ভূয়া ডেন্টাল ডাক্তারসহ ছেলে আটক, দোকান সিলগালা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ডাকবাংলা বাজারে রবিবার দুপুরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর অভিযানে দুই ভুয়া ডেন্টাল ডাক্তারকে আটকের পর দোকান সিলগালা করে দেয়া হয়।

জানা গেছে, সম্প্রতি ভয়াবহ করোনা ভাইরাসে মানুষ যখন এক গন্ডির মধ্যে ঠিক তখনই ডাকবাংলা মিনি শহর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বাবা-ছেলে ভুয়া ডেন্টাল ডাক্তার লোকজনকে ডাক্তার পরিচয় দিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে।

ডাবলু বলেন, আমি ৮ম শ্রেণী পাস, আমার অনেক দিনের অভিজ্ঞতা, আমার আরও একটা চেম্বার আছে হরিনাকুন্ডতে।

এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঝিনাইদহ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ হেদায়েতুল্লাহ ডাকবাংলা মিনি শহর এর “ফাতেমা ডেন্টাল কেয়ার” এর মালিক ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাধুহাটি ইউনিয়নের রাঙ্গের পোতা গ্রামের মাহতাব উদ্দিন এর ছেলে ভূয়া ডেন্টাল ডাক্তার ডাবলু রহমানকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ মেডিকেল এর ডেন্টাল কাউন্সিল আইন ২০১০ এর ২২ ধারায় ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ডাবলুর ছেলে রাব্বুল ছাত্র হওয়ায় ১৮৬০ এর ১৮৭ ধারায় ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিতসহ “ফাতেমা ডেন্টাল কেয়ার” মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে সিল গালা করে দেন। ডাকবাংলা ক্যাম্প ইনচার্জ মোকলেছুর রহমানের সহযোগিতায় এই সিলগালা করেন।

এবিষয়ে ঝিনাইদহের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হেদায়েতুল্লাহ সাংবাদিকদের জানান, ফাতেমা ডেন্টাল কেয়ার এর মালিক ডাবলু তিনি

ডাক্তার হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন যেটা বাংলাদেশ মেডিকেল ডেন্টাল কাউন্সিলে দন্ডনীয় অপরাধ এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতের সাথে খারাপ আচরণ ও আক্রমনাত্তক আচরণ করাই ডাবলু রহমানকে মেডিকেল এর ডেন্টাল কাউন্সিল আইনে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারান্ড ও ডাবলুর ছেলে রাব্বুল ছাত্র হওয়ায় ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দন্ডিতসহ “ফাতেমা ডেন্টাল কেয়ার” মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে সিল গালা করা হয়।

দামুড়হুদায় অস্ত্র ও গুলি সহ ২ জন আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন বুইচিতলা গ্রামে র্যাবের অভিযানে ভারতীয় অস্ত্র ও গুলি সহ ২ জনকে আটক হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ভোর ০৪:৫০ ঘটিকার দিকে গায়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে র্যাব-৬, সিপিসি-২ এর একটি চৌকস আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানাধীন বুইচিতলা এলাকায় অস্ত্র ক্রয়-বিক্রয় চলছে।

এমন খবর পেয়ে অভিযান পরিচালনা করে ১ টি ভারতীয় তৈরি ওয়ান শুটারগান, ২ রাউন্ড গুলি, ১ টি মোবাইল সেট এবং ২ টি সীম কার্ড সহ ২জন অস্ত্র ব্যবসায়ী সাইফুল ইসলাম (২৭), পিতা- সদর উদ্দিন ও তরিকুল মন্ডল (৩৫), পিতা- মৃত আবদার আলী কে আটক করা হয়। আটককৃত অস্ত্র ব্যবসায়ী সাইফুল ও তরিকুল চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানাধীন কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ফুলবাড়ী গ্রামের সদর উদ্দিন ও আব্দার আলীর ছেলে।

র্যাব-৬ জানান, বাংলাদেশকে অপরাধমুক্ত করার লক্ষ্যে জঙ্গী, সন্ত্রাস, খুন, ডাকাতী, ছিনতাই, অপহরণ ও মাদকের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিনিয়ত অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছি। গতকালই অস্ত্র ও গুলি সহ অস্ত্র ব্যবসায়ী সাইফুল ও তরিকুলকে দর্শনা থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

[redacted]

[redacted]

আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন এমনটাই দাবি দুগ্ধ খামারীদের।

এ ব্যাপারে জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আনন্দ কুমার অধিকারি বলেন, করোনায় খামারীরা লোকসানের বিষয়টি সরকারকে অবহিত করা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে প্রণোদনাসহ খামারীরা সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা পাবে বলে আশা করছি।
ঝিনাইদহ প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যমতে জেলায় ছোট বড় প্রায় ৫০ হাজার দুগ্ধ খামার রয়েছে। প্রতিদিন দুধ উৎপাদন হয় ২৮৪ মেট্রিক টন।

করোনার উপসর্গ নিয়ে ঢাকা থেকে কালীগঞ্জে এসে নৈশ প্রহরীর মৃত্যু

করোনার উপসর্গ নিয়ে ঢাকা থেকে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে এসে শুকুর আলী (৫৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোরে কালীগঞ্জ পৌরসভার কাশিপুর গ্রামের শ্বশুর বাড়িতে তার মৃত্যু হয়। শুকুর আলী কালীগঞ্জের ঘোপপাড়া গ্রামের মৃত মসলেম উদ্দীনের ছেলে। তিনি ঢাকার যাত্রাবাড়ির একটি তেলের ফ্যাক্টরীর নৈশ প্রহরী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার সর্দি-কাশি ও শ্বাসকষ্ট ছিল। এছাড়া তিনি ডায়াবেটিস রোগেও ভুগছিলেন।

ঢাকা থেকে মৃত ব্যক্তির সাথে আসা তার ছোট ভাই খাইরুল ইসলাম জানান, তারা দুই ভাই একসাথে যাত্রাবাড়ি তীর সয়াবিন তেলের ফ্যাক্টরী তে কাজ করতেন। তিনি দীর্ঘদিন ডায়াবেটিস রোগে ভুগছিলেন। হঠাৎ গত শুক্রবার তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। এরপর রোববার ঢাকার বারডেম হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখান থেকে বুধবার রাত ২টায় এ্যাম্বুলেন্সে কালীগঞ্জ নিয়ে আসা হয়। বৃহস্পতিবার ভোর ৫ টার দিকে তিনি মারা যান।

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ ও পরিবার

পরিকল্পনা কর্মকর্তা শামীমা শিরিন লুবনা জানান, মৃত্যু ব্যক্তির কিছু করোনা উপসর্গ ছিল। আমরা তার নমুনা সংগ্রহ করে পাঠিয়েছি। রেজাল্টেন জন্য অপেক্ষা করছি। দেখা যাক কি হয়। তিনি আরো জানান, আমাদের মেডিক্যাল টিম ও দাফন কমিটি সাথে আছেন। দাফন কমিটি কাজ করছেন। তাকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে নামাজে জানাযা শেষে কবর দেয়া হবে।

করোনার উপসর্গ নিয়ে শুকুর আলী কাশিপুর গ্রামের যে বাড়িতে মারা গেছেন সেই বাড়িটি কি লোক ডাউন করা হয়েছে? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “এখনো লডডাউন করা হয়নি, নমুনা রেজাল্ট পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে”।
কালীগঞ্জর থানার অফিসার-ইনচার্জ (ওসি) মুহাঃ মাহফুজুর রহমান মিয়া বলেন, করোনার উপসর্গ নিয়ে এক ব্যক্তি বৃহস্পতিবার ভোরে মারা গেছেন। তিনি বুধবার রাতে ঢাকা থেকে কালীগঞ্জে আসেন। তার দাফন কাফনের ব্যবস্থা চলছে। এছাড়া মেডিক্যাল টিম তার নমুনা সংগ্রহ করেছে।

কোটচাঁদপুরে করোনাকে জয় করে ঘরে ফিরলেন যুবক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের পাঁচলিয়া গ্রামের বাসিন্দা মেহেদী হাসান (২২) করোনা যুদ্ধে জয়ী হয়ে ঘরে ফিরলেন। এদিকে উপজেলায় প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী সুস্থ্য হওয়ার খবরে এলাকার মানুষের মাঝে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

সোমবার দুপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে মেহেদী হাসানকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিদায় জানানো হয়। এসময় ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জেলা সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম ও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুর রশিদ।

মেহেদী হাসান গত ২৫ এপ্রিল থেকে দীর্ঘ ১৭দিন করোনার সঙ্গে যুদ্ধ করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিশেষ আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

করোনার সঙ্গে যুদ্ধ করে সুস্থ্য হয়ে উঠা মেহেদী হাসানকে বিদায় মূহুর্তে সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম বলেন, আপাতত বাড়িতে গিয়ে কারো সংস্পর্শে আসবে না। সেইসাথে স্বাস্থ্যবিধি মেনে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরামর্শ দেন তিনি।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুর রশিদ বলেন, মেহেদী হাসান আক্রান্ত হয়ে আইসোলেশনের সময় নমুনা সংগ্রহ করে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনোম সেন্টারে পাঠানো হলে করোনা পরিক্ষার ফল নেগেটিভ আসে। বর্তমানে সে করোনাকে জয় করে পুরাপুরি সুস্থ্য হয়েছেন। ছাড়পত্র দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে বিদায় দেওয়া হচ্ছে।

এসময় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পক্ষ থেকে করোনা বিজয়ী মেহেদী হাসানকে বিভিন্ন প্রকার ফল সামগ্রী দেওয়া হয়। এবং পুষ্টিকর খাবার খেতে পরামর্শ দেওয়া হয়। করোনা যুদ্ধে চিকিৎসক-নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী সহ সবাইকে ধন্যবাদ জানান, ডা. আব্দুর রশিদ ।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি এসএম রায়হান উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মঈন উদ্দীন খান, হাসপাতালের চিকিৎসক-নার্স, কর্মকর্তা-কর্মচারী সহ আরো অনেকে।